মানভূমের কৃতী সন্তান

ক্ষুদিরাম মাহাত



বিশ্বজিৎ মাহাত

মানভূমের কৃতী সন্তান
ক্ষুদিরাম মাহাত

বিশ্বজিৎ মাহাত

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি

উৎসর্গ:

ক্ষুদিরাম মাহাত-র সুযোগ্য প্রয়াত ধরমপত্নী ও সন্তানগণ

পূর্বজ থেকে বর্তমান কুড়মি জনজাতি

বর্তমান সময়ে জেনেটিক বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন যে প্রায় ৭০,০০০ বছর আগে, মানবগোষ্ঠী আফ্রিকা থেকে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছিল। তাদের অভিযান সমুদ্রতীরে অভ্যহিত ছিল এবং ইয়েমেন অতিক্রম করে, লোহিত সাগরের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে প্রায় ৬৫০০০-৬০০০০ বছর আগে মধ্য এশিয়ায় উপস্থিত। Stephen Openheimer এর মতানুসারে এই অধিবাসীর কোন গোষ্ঠী সম্ভবত ৫৭০০০ বছর আগে বর্তমান পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে তারা সিন্ধু উপত্যকায় আসে এবং বসতি স্থাপন করে। তাহাদেরই গোষ্ঠী মধ্যভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলে অগ্রসর হয়। তাদেরই এক বিশিষ্ট গোষ্ঠী ৫৫০০০-৫০০০০ বছর আগে ছোটনাগপুরে পৌঁছায়, সময় যেতে যেতে কুরমগড় হইয়া পালামৌ থেকে সমস্ত ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। ছোটনাগপুর চারিদিকে ঘন বন, জঙ্গল সুন্দর উঁচু গাছ (শাল, মহুয়া, সেগুন), অনেক নদীর প্রবাহ এবং জলে পরিপূর্ণ বিভিন্ন ঝরণা, পাখী, পশু এবং তাদের কোলাহল, আগত মূলনিবাসীদের বসতি গঠনের প্রধান আকর্ষণের ভূমিকা পালন করেছিল। যারা আদিম মুলনিবাসী বর্তমানের ঝাড়খন্ড, সংলগ্ন বেঙ্গল, মানভূম, ওড়িসা, বিহার, ছত্রিশগড় বিভিন্ন পাহাড়ের নীচে এবং কোলে বসতি স্থাপন করে। সেই মূলনিবাসীর বর্তমান পরিচিত কুড়মি, পাহাড়িয়া, সবর, লোধা। এরাই বন জঙ্গল পরিস্কার করে চাষের জমি, জলের পুকুর, কিম্বা নদীতীরে বসবাস আরম্ভ করে বংশের পর বংশ। আজ সবাই জানতে পেরেছে কুড়মিরা আদি জনজাতি। এদের আগে কোন আদিবাসীরা এখানে আসেনি। বর্তমানে কুড়মিরা - ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িসা, ছত্রিশগড়, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে। এই সমস্ত অঞ্চলের কুড়মিদের

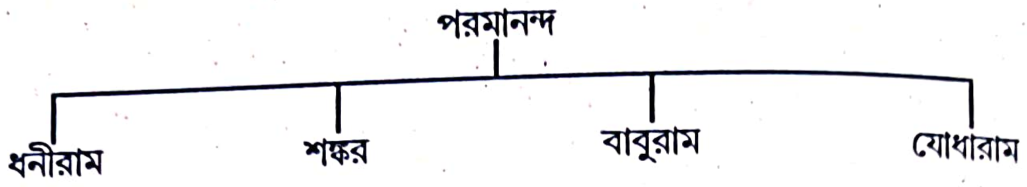
সামাজিক গঠন সম্বন্ধে গবেষণা করলে জানতে পারবেন কুড়মিদের ৮১ টি গোষ্ঠী আছে যেমন অঁচরিয়ার, বঁশরিয়ার, টুডুয়ার, কাটিয়ার, ডুংরিয়ার, হাঁসদা, হেমব্রম...ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলি হল কুড়মিদের টোটেম এবং বেশিরভাগ কুড়মি "মাহাত" উপাধি নামের শেষে লেখেন। মাহাতো, মাহাত...অর্থ - (great)! The headman of a village, the head of a caste or trade; representative of a local zaminder, employed to collect the revenue and manage the all affairs of a village. P-320. Glossary of Judicial and Revenue term by H.H. Wilson, 1855.

প্রত্যেক কুড়মি গোষ্ঠীর নিজস্ব বঁশ দাগ আছে। আমি যে গোষ্ঠী নিয়ে লিখছি সেই গোষ্ঠীর নাম বা টোটেম হল.ডুংরিয়ার, বঁশ দাগ (+)। এই গোষ্ঠীর বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে আছে। যেমন- চিড়কা, হুলকা, সিন্দরী, গোলবেড়া, চাকিরবন, ধাদিকা, গোকুলনগর (ঝালদা), রানীবাঁধ, বালাইডিহ, আশারামডি, নোওয়াডি, কুমিরডিহা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডুংরিয়ার কুড়মি জনজাতি

কুড়মিরা সাধারণ পাহাড়ের পাশে, নদীর কিনারে বসতি করত। তেমনি একটি পাহাড় হল পরেশনাথ পাহাড়। এই পাহাড়ের চারপাশে ছিল গ্রাম। মুচিরাম মাহাত নামে এক ব্যক্তি সম্ভবত ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোন এক গ্রাম থেকে উঠে আসে এবং চিড়কা গ্রামে পৌঁছায়। সেই সময় মানভূমের অন্তর্গত চিড়কা গ্রাম ছিল বনে, জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গোটা কয়েক ঘরের ছিল বসতি। মুচিরাম মাহাত ছিলেন কুড়মি, ডুংরিয়ার গোষ্ঠীর বঁশ দাগ +। তাহার চার ছেলে ছিল। এক ছেলের নাম পরমানন্দ মাহাত (পান)। তিনি ছিলেন সেই গ্রামে মাহাত অর্থাৎ গ্রামের শাসনকর্ত্তা ও সম্মানীয় ব্যক্তি। তাহাদের যেমন প্রচুর জমি ছিল, তেমনি ছিল বাঁধ এবং ঘর ভর্ত্তি গরু এ পশুপালিত জন্তু। এইসব গরুদের এবং অন্যান্য পশুদের দেখাশোনা করার জন্য ছিল বাগাল। তারা সবাই কুড়মালি ভাষায় কথা বলতেন।

পরমানন্দ মহাশয়ের ইচ্ছা হয় চিড়কা গ্রামে বুঢ়াবাবার মড়প করা। কারণ তিনি ছিলেন ভক্তিমতি মানুষ। বুঢ়াবাবা তিনি অলৌকিক নন। তিনি প্রাগৈতিহাসিক আদি পুরুষ। তিনি সমাজ, সামাজিকতা, ধর্ম, চিকিৎসা, কৃষি, শিল্প, সংস্কৃতি, নৃত্য-কলা ইত্যাদির প্রবর্তক ও প্রচলনকারী। কিন্তু কেও জানে না, বুঢ়াবাবা কত হাজার বছর আগেকার। তা সত্ত্বেও প্রতিটি কুড়মি গ্রামে আপন সমাজের লোক বলে অন্যেরা নাম ধরে ডাকলেও কুড়মি জাতীয়তার মানুষ তাঁকে বুঢ়াবাবা বলেই ডাকেন। সেই জন্য কুড়মি বুঢ়াবাবার মড়প আছে এবং তাঁর স্মরণে প্রতি ঘরের আঙিনায় বুঢ়াহাবাবার প্রতীক স্থাপন করেন। যাকে আমরা বর্তমানে "তুলসী মঞ্চ" বলে জানি। দুয়ারের চৌকাঠে, জোঁয়ালে ধানের পাড়নে কুড়মিরা আজও তাঁর চিহ্ন আঁকেন। বুঢ়াবাবা সমাজে যে ধর্ম প্রবর্তন করেন তার নাম সারি (সত্য) ধরম। সারি বা সারনা ধর্ম আদিকালের ধর্ম। ইহা সত্য ধর্ম, ইহাই শাশ্বত (সনাতন)।



সে যাই হোক, মূল লেখনীতে আসা যাক। পরমানন্দ মহাশয় তৎকালীন লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করেন জঙ্গল পরিস্কার করেন, বুঢ়াবাবার মড়প স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমান সময়ে চিড়কার আদি শিব মন্দির এবং নাম পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় গৌরীনাথ ধাম। এই বুঢ়াবাবার পূজা কুড়মিদের লায়া করিত। ভক্তিমতি পরমানন্দ মহাশয়ের একটি প্রজন্ম হুলকা গ্রামে বসতি গড়েন। সাথে সাথে মুচিরামের কিছু বংশধর আসেন। যাহারা চিড়কা গ্রাম থেকে আসেন তাহারা সবাই মিলে খেত, বাঁধ, কুয়া তৈরী করেন। কারণ সব কুড়মিরাই সেই আদিমকাল থেকে কৃষিকে পেশা হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাহাদের জমি জায়গা থেকে ধান, সবজি, ফল-মুল চাষাদি শুরু হয়। সময়ের ক্রমধারায় অনেকে শিক্ষার প্রতি নজর দেন। বংশ পরম্পরায় সেই বংশেরই অধঃস্তন সন্তান হলেন ক্ষুদিরাম মাহাত। ইনি কুড়মি কুলের এক মহান ব্যক্তি।

মানভূমের কৃতী সন্তান ক্ষুদিরাম মাহাত (১৯১৬-১৯৯৯)

ক্ষুদিরাম মাহাত জন্মগ্রহন করেছিলেন পুরুলিয়া মফঃস্বল থানার অন্তর্গত হুলকা গ্রামে (৭ কিমি দূরে পুরুলিয়া শহর থেকে)। তাঁর পিতার নাম বৈকুণ্ঠনাথ মাহাত ও মাতার নাম ইঁন্দুবালা দেবী। ক্ষুদিরাম মহাশয়ের বংশাবলী সংযুক্তি পৃষ্ঠা নং-১ দেওয়া আছে। ক্ষুদিরাম বাবুর যখন কম বয়স তখন তার বাবার মৃত্যু হয়। কিন্তু বাবা মারা যাবার আগেই ক্ষুদিরাম বাবুর শৈশব কালেই বিয়ে হয়। তার পত্নীর নাম পবিত্রী দেবী। পবিত্রী দেবী ছিলেন মেট্যালা গ্রাম নিবাসী কুঞ্জকিশোর মাহাতর দ্বিতীয় এক ছোট কন্যা। মেট্যালা গ্রামটি বানসা পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে অবস্থান। কুঞ্জকিশোর মাহাত এক জমিদার পরিবার। কিন্ত কোন পুত্র ছিল না। কুঞ্জকিশোরের টোটেম "বঁশরিয়ার"। পবিত্রী মাহাতর দিদির বিয়ে হয় সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী পগড়া গ্রামে, এক জমিদার পরিবারে।

ক্ষুদিরাম বাবু ও পিতৃপুরুষরা ছিলেন আদিবাসী কুড়মি সমাজের এবং এদের টোটেম ছিল ডুংরিয়ার। ছোটবেলা থেকেই সুদর্শন ক্ষুদিরাম মাহাত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, মেধাবী ও প্রতিবাদী ছিলেন। এই চরিত্রের রূপ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পায়। ক্ষুদিরাম বাবুর মামার বাড়ি ছিল বালকডি গ্রামে। মামার নাম ছিল বিহারী মাহাত এবং তাহারা ছিলেন আদিবাসী সমাজের, "হিন্দোয়ার" টোটেমভুক্ত। বাড়ির গুরুজন থেকে শিক্ষার হাতেখড়ি, তারপর পাঠশালা শেষ করে পুরুলিয়া শহরের জেলা স্কুলে ভর্তি হন। সেই সময় ছোটনাগপুরের সমস্ত কুড়মি সমাজ আদিবাসী বলে স্বীকৃত ছিল।

সেইসময় কুড়মি সমাজের হাতে গোনা যে কয়েকজন ছাত্র জেলা স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ক্ষুদিরাম মাহাত, যা এক বিরল দৃষ্টান্ত। তিনি স্বীয় অধ্যবসার বলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ১৯৩৭ সালে পুরুলিয়া জিলা স্কুল থেকে

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য পাটনার বি.এন কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪১ সালে বি.এ, কলা বিভাগ স্নাতক, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাটনা ল কলেজ থেকে কৃতকার্যতার সাথে ১৯৪৩ সালে আইনশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে স্নাতক হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আদিবাসী কুড়মি সমাজের তিনিই হলেন প্রথম "এডভোকেট"।

ওকালতি পাশ করার পর ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্লথ ইন্সপেক্টরের পদে যোগদান করেন। সেইসময় স্বাধীনতার আন্দোলন চলছিল গোটা দেশে। তখনকার সময়ে মানভূমেও আছড়ে পড়েছিল সেই আন্দোলনের ঢেউ। ১৯৪২ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী গোবিন্দ মাহাত, চুনারাম মাহাত মানবাজার থানাকে ঘেরাও করেন অন্যান্য সংগ্রামী সাথীদের নিয়ে। পুলিশি রিপোর্ট অনুযায়ী একজন নিহত হন এবং দুই কনেস্টবল আহত হয়েছিলেন। পুলিশ অফিসার ভগবান সাহা গুলি করেননি, বরং খলনায়ক এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী বিরোধী আনন্দ চক্রবর্তী গুলি চালিয়েছিলেন। যার ফলে এক স্বাধীনতা সংগ্রামী মারা যান। এই সমস্ত ক্ষুদিরাম বাবুর নজরে আসে। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে বিবেকের সহিত লড়তে থাকেন। বিভিন্ন ঘটনা ক্ষুদিরাম বাবুর মনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। তিনি চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। তিনি বিলাতি বস্ত্র বর্জন এবং খাদি বস্ত্র পরার জন্য এলাকায় প্রচার করতে লাগলেন।

১৯৪৬ সালে তিনি চাইছিলেন যারা অকারণে গ্রেফতার হয়েছেন ও নিপীড়িত, শোষিত বঞ্চিতদের পাশে থাকতে পারেন এবং তারা যাতে সঠিক বিচার পায় তার জন্য তিনি এই বৎসরের অক্টোবর মাসে তিনি পুরুলিয়া জজ আদালতে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে একজন দক্ষ আইনবিদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি সরকারী উকিল রূপেও স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়াছিলেন।

১৯৪৮ সালে ক্ষুদিরাম বাবু কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন। সেই বছরেই মানভূম জেলা কমিটি ভেঙ্গে যায় এবং নতুন জেলা কমিটি গঠিত হয়। সেই সময় যারা ছিলেন তারা হলেন মহেশ্বর মাহাত, সৃষ্টিধর সিংহদেও কাটিয়ার, হরিপদ সিং পুনর্গঠিত কমিটিতে ক্ষুদিরাম মাহাত যথাযোগ্য স্থান পেয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে নাসিক কংগ্রেস সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী ভারতের সংবিধান কার্যকর পর Provisional Parliament এর মানভূম জেলার প্রথম

সংসদ হিসাবে মনোনীত হয় তৎকালীন কুড়মি সম্প্রদায়, এমনি বর্তমান সময়ের সমস্ত কুড়মি গর্বনিত। তিনি ঐ পদে ১৯৫২ স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকেন। কংগ্রেসে যোগদান এবং সংসদে মনোনীত থাকাকালীন তিনি দেশের বহু জাতীয় স্তরের নেতাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর যুক্তিসঙ্গত কথাবার্তা, নিষ্ঠার সহিত কাজ, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন বাচনশৈলী নেতাদের নজর কেড়ে নিতে বাধ্য করেছিল। ডাঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, শ্রীকৃষ্ণ সিংহঁবং আরো অনেক প্রমুখদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। সেই সময়েই তিনি গোটা মানভূম সহ ছোটনাগপুর এলাকায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষার করার দিকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করেছিলেন। তৎকালীন বিহার সরকার এর শিক্ষা বিষয়ক যে জয়েন্ট কমিটি গঠিত হয়েছিল তার অনেকখানি দায়িত্ব পড়েছিল ক্ষুদিরাম বাবুর ওপর। সেই সময় ঝালদা, জয়পুর, পুরুলিয়া, আড়শা ও বাঘমুন্ডি অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন। ক্ষুদিরাম বাবুর সময়েই অনগ্রসর জাতির স্কুলে পড়ার ছাত্রদের এক বৃত্তি শুরু হয়, যার আজও অনেকে জানেন। তৎকালীন ঝাড়খন্ড পার্টির নেতা জয়পাল সিং, ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকাকে পৃথক ঝাড়খন্ড রাজ্য গঠনের কথা বলেছিলেন। ক্ষুদিরাম মাহাত এই বিষয়টিকে সমর্থন করেন।

অস্থায়ী সংসদ চলাকালীন ক্ষুদিরাম মাহাত ডঃ আম্বেদকরের সাথে দেখা করেন এবং বললেন যে স্যার আপনি ভারতের সংবিধানে ধারা ৩৪১ ও ধারা ৩৪২ সিডিউল ট্রাইব ও সিডিউল কাস্টের জন্য বিধান করেছেন। আমরা আপনাকে সংবিধানের জনক হিসাবে জানি, কিন্তু আপনি একটি সাধারণ অনুচ্ছেদ ৩৪০ অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য তৈরী করেছেন। এটা কি বাস্তবায়িত হবে?

ডাঃ আম্বেদকর উত্তরে বলেছিলেন, আমি সংবিধানের খসড়াতে অনুরূপ বিধান রেখেছিলাম, কিন্তু জাতীয় নেতারা তীব্র বিরোধিতা করেছিল, তার জন্য আমাকে সেই অংশগুলিকে বাদ দিতে হয়েছিল। এই কথোপকথনটি ক্ষুদিরাম বাবু জীবিত কালে বলেছিলেন, তখন কোন আদিবাসী কুড়মি জিজ্ঞেস করেছিলেন ক্ষুদিরামবাবুকে যে - ঐ সংবিধানের খসড়াতে ডাঃ আম্বেদকর কি লিখেছিলে। উত্তরে ক্ষুদিরাম বাবু বলেছিলেন- অনগ্রসর জাতির জন্য ৫০ শতাংশ রিজার্ভেসনের উল্লেখ ছিল। তাঁর সভাপতিত্বেই ২৯/০১/১৯৫৩ তারিখে কাকা কালেক্কর কমিশনে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য Backward Classes Memorandum স্মারকলিপি দাখিল করেন।

১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনে তৎকালীন বিহার প্রদেশের মানভূম জেলায় ছোটনাগপুর কুড়মি পঞ্চ এর প্রতিনিধি রূপে স্মারক লিপি প্রদান করেন।

১৯৭৮ সালে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের আমলে গঠিত মন্ডল কমিশনের বাঁকুড়া অধিবেশনে কুড়মি সহ অন্যান্য মূলনিবাসী জনগোষ্ঠী সমূহের জন্য স্মারকলিপি ও বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। তিনি সারা ভারত কৃষক সমাজের আজীবন সদস্য ছিলেন। তদানিন্তন মানভূম তথা পুরুলিয়া জেলার জলসম্পদ মন্ত্রকের সদস্য ছিলেন। এছাড়াও তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন অসরকারী জেলা কারাগার পরিদর্শনের অন্যতম সদস্য ১৯৪৯ থেকে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর মানভূমে আগত বাঙালদের দ্বারা ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। সেই সময় ক্ষুদিরাম মাহাত তার মাতৃভাষা কুড়মালি রক্ষা করার ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরএই ডাক সেইসময় মানভূমের খুব বেশী মানুষের কানে পৌঁছেছিল কিন্তু খুব একটা সাড়া ওঠেনি। তার পরিণাম সেই মানভূমবাসীদের বংশধররা আজও ভুগছেন এবং বর্তমানে সেই কুড়মালি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আন্দোলন করে চলেছে, এটাকে বলে ভাগ্য।

০৩/০১/১৯৮৭ সালের যুগান্তর পত্রিকায় লেখা হয়েছি" । কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল এসেছিলেন। জেলাশাসকের সঙ্গে আগাম যোগাযোগ করে জেলা কুড়মি সমাজের সভাপতি ক্ষুদিরাম মাহাত রাজ্যপালের স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। এই জেলার মাহাত, সাঁওতাল প্রভৃতি তথাকথিত তপসিলি উপজাতি মন্ডল কমিশনের আওতায় যেন আসে, তার দাবি ছিল। এছাড়াও ছিল কুড়মালি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের দাবী। সেই স্মারকলিপিতে আরও তিনি দাবি তুলেছিলেন যে "বর্ধমান ও মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপাতত কুড়মালি ভাষা পাঠ্য হোক। তিনিই প্রথম জোরালো ও যুক্তিসঙ্গত দাবি করেন যে, চর্যাপদের থেকেও এ ভাষা পুরানো, করেন চর্যাপদের বহুস্থানে কুড়মালি শব্দের প্রয়োগ দেখেছেন। ক্ষুদিরাম মাহাত, বিষ্ণুচরণ মাহাত (রাঁচী) এবং অন্যান্যদের উদ্যোগে এক আন্দোলন শুরু হয়। এর ফলে রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, আদিবাসী ও আঞ্চলিক ভাষা বিভাগ হিসাবে এক বিভাগ শুরু হয়। কুড়মালির মতো বিভিন্ন ভাষায় এম.এ ক্লাসে শিক্ষা প্রদানের শুরু হয়। পরে এই ভাষা বি.এ. ও আই.এ. ক্লাসে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে কুড়মালি ভাষা পঠন-পাঠন চালু হওয়ার পর তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে যদি কুড়মালি

শব্দগুলিকে একত্রিত করতে না পারা যায় তাহলে সেগুলি অচিরেই হারিয়ে যাবে। তাই এর জন্য তিনি রচনা করলেন 'কুড়মালি শব্দকোষ''- যা ৩১/৫/১৯৮৩ সালে প্রকাশিত। তিনি এই কাজে নেমে পড়ার পর বুঝতে পেরেছিলেন যে কুড়মালি শব্দসম্ভার কত ব্যাপক এবং বৈচিত্র্যময় ও প্রাচীন। এর আগে তিনি যে সব কুড়মালি বই লিখেছিলেন তা হল-

* কুর্মালি ভাষাতত্ত্ব (বাংলায়)- ১৩৮০, (১৯৭৪), দ্বিতীয় প্রকাশন-২০২৩
* কুর্মালি, ভাখিক ইতিহাস রূপ চিস -১৯৮২
* কুর্মালি সাহিত্যের ইতিহাস (হিন্দিতে)।
* কুড়মালি এক প্রাগ ঐতিহাসিক ভাষা- ১৯৮৭।

ক্ষুদিরাম বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রী মনতোষ কুমার মাহাত, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। চেষ্টা করে যাচ্ছেন এইসব বইগুলোর পুনঃ প্রকাশন করার। চেষ্টা করছেন যাতে সিধু-কানু-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কুড়মি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করছে তাদের উপকার হয়।

ক্ষুদিরামা বাবু কুড়মালিকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা বা প্রাগৈতিহাসিক ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন। এছাড়া এগুলি বাদ দিয়েও তিনি খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন 'ভারতে দাস প্রথা', যা প্রকাশিত করতে পারেননি। ইহা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ক্ষুদিরাম বাবু শুধু বই রচনা করেই থামেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কুড়মালি ভাষাকে বাঁচাতে গেলে তার লিপির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি তৈরি করেছিলেন এর আগে একমাত্র পুরুলিয়ার বোঙ্গাবাড়ী গ্রামের হরিপদ মাহাত সম্ভবত প্রথম কুড়মালি তৈরী করেছিলেন ৭০ দশকে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ ৺লক্ষীকান্ত মাহাত (মুতরুয়ার), বেণীমাধব মাহাত, সমাজকর্মী কেশবচন্দ্র টিডুয়ার, পন্ডিত হরিপদ মাহাত, অখিল ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধি ভোলানাথ মাহাত প্রমুখদের সঙ্গে ছিল তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কুড়মালি ভা,া কিভাবে অগ্রগতি লাভ করে তার সম্ভবতার জন্য চিরকাল তিনি নিঃস্বার্থে নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছেন। তাঁর বহু রচনা রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছে। সেগুল মূলতঃ হিন্দি ভাষায় লেখা। এইসব রচনার জন্য তিনি তাহার পত্নী পবিত্রী দেবীর নিকট হইতে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছিলেন। বিশেষত কুড়মালি গীতি পবিত্রী দেবীর সহযোগিতা অতুলনীয়, তাহা ক্ষুদিরাম বাবু তাহার গ্রন্থে প্রকাশ করে গিয়েছেন।

সত্তরের দশকে পুরুলিয়ায় মানভূম সংস্কৃতির মুখপাত্র 'ছত্রাক' প্রকাশিত

হয় সুবোধ বসু রায় ও অপূর্ব সান্যালের উদ্যোগে। সুবোধ বসুরায় পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমন করিতেন। তিনি বুঝতে পারেন এখানকার মাটির ভাষা কুড়মালি। তিনি ক্ষুদিরাম বাবুকে অনুরোধ করলেন তাঁর ছত্রাক পত্রিকার জন্য লেখা দিতে। ক্ষুদিরাম বাবু নিরাশ করেননি। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কুড়মালি ভাষার মাধুর্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এই লেখাগুলি কুড়মালি সাহিত্য জগতের মানুষদের মনে এক নতুন উন্মাদনা তৈরী করতে সাহায্য করেছিল। ক্ষুদিরাম মাহাত বহু সম্মানে ভূষিত ও সম্মানিত হয়েছেন। কুড়মালি ভাষা ও সাহিত্যে তিনি অসামান্য অবদানের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন। তার এই অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে একাডেমী অফ ফোকলোর হইতে অনারারি ফেলোশিপ (Honourary Fellowship) পান। ১৯৮৪ সালে ৺মোহন চন্দ্র মাহাত স্মৃতি সাহিত্যের প্রতিযোগিতায় "কুড়মালি সাহিত্যে ইতিহাস প্রবন্ধের জন্য ১ম স্থান দখন করেন ও মানপত্র লাভকরেন।

১৯৮৯ সালে "জন জাতীয় ক্ষেত্রীয় ভাষা বিভাগ, রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা নবরং সাংস্কৃতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৯৫ সালের ৩১ শে আগষ্ট তারিখে পুরুলিয়া আঞ্চলিক ভাষা আলোচনা চক্রে 'ছত্রাক' পত্রিকা পক্ষে প্রদত্ত শ্রদ্ধার্ঘ্যে 'জেলার কৃতি সন্তান' হিসাবে স্বীকৃতি পান।

১৯৯৭ সালের ২ রা এপ্রিল তিনি দীর্ঘ ৫০ বৎসর আইনজীবি হিসাবে থাকিবার পর পুরুলিয়া জজ আদালত হইতে অবসর গ্রহন করেন। কুড়মালি সাহিত্যের দিকপাল, রচনাকার, ব্যাকরণবিদ, সমাজচেতক, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ তথা আপামর কুড়মি জনজাতির মাটির মানুষটি ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ও জন্মস্থান হুলকা গ্রামেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রেখে যান চার পুত্র রাধেশ্যাম মাহাত, সোমেশ্বর মাহাত, মনতোষ ওরফে দিল্লেশ্বর মাহাত, সন্তোষ কুমার মাহাত এবং দুই বিবাহিত কন্যা (গৌরী দেবী ও ভবানী দেবী) ও তার স্ত্রী। সাথে সাথে রাখিয়া গিয়াছেন ৬ নাতি ও ৪ নাতনী। তাঁর মৃত্যুর অনেক বছর পর কনিষ্ঠ পুত্র সন্তোষ কুমার মাহাত এবং এক নাতনি রূপ মেহেতো ও তার স্বামী প্রসেনজিৎ রায় অনেক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তিদের নিয়ে পুরুলিয়া "বার অ্যাসোসিয়েশন" (Bar Association) এক কক্ষে ক্ষুদিরাম বাবু স্মৃতি হিসাবে এক সুন্দর বাঁধানো ছবি ফুলের মালা দিয়ে টাঙ্গার ব্যবস্থা করেন। সবাই দেখতে পাবেন। এই প্রথম মাহাত উকিলের ছবি "বার অ্যাসোসিয়েশন"-এর সম্মান পেল। আমরা দেখেছি, জেনেছি যে ঝাড়খন্ডের

বিস্তৃত অঞ্চলের, পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহল, উড়িষ্যার কিয়দংশের এবং আসামের আন্দোলনকারী (যারা কুড়মি আদিবাসী স্বীকৃতির জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন), সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত কুড়মিরা ক্ষুদিরাম মাহাত-র নামের সহিত পরিচিত এবং তাঁর বর্তমান বংশধরদের অনেককেই জানে এবং পরিচিত আছে। বিশেষ করে যাহারা কুড়মালি ভাষা, সাহিত্য নিয়ে চর্চা ক্ষুদিরাম মাহাত পুত্র ও কন্যাদের পরিচয় আগের পৃষ্ঠাই বলা হয়েছে। এবারে আসুন তাহাদের সন্তান, পুত্র ও কন্যা সম্বন্ধে কিছু জানা যাক।

৺গৌরী দেবী : চার কন্যা। এক কন্যা মারা গেছেন কিন্তু তার নাতনি বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে থাকেন। বাকি তিন কন্যা তাহাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে সুখে থাকেন। দুই পুত্র। প্রথম পুত্র প্রদীপ মাহাত, যিনি General Manager (IOCL) পদ থেকে রিটার্ড হয়ে, সপরিবারে দিল্লীর নইডাতে থাকে। এনার পুত্র উচ্চ শিক্ষিত। ছোট ছেলে দিলীপ মাহাত গ্রামের বাড়ী ধবনীতে থাকে এবং B.C.C.L এ কর্মরত। এবারে আসা যাক ৺ক্ষুদিরাম মাহাত-র ছেলের সন্তানদের কথা অর্থাৎ ক্ষুদিরাম বাবুর নাতি, নাতনিদের কথা।

শ্রী রাধেশ্যাম মাহাত : দুই কন্যা, এক পুত্র। কন্যাদ্বয় মিলি ও জুলি। মিলি ও জুলি দুই জনেই বিবাহিত এবং পরিবার নিয়ে কোলকাতায় বসবাস করেন। পুত্রের নাম রৌনক মাহাত- I.I.T. (Kharagpur) থেকে পাশ করার পর M.B.A I.I.M Ahmedabad করেন। বর্তমানে তিনি London এ চাকুরি করেন। এনার স্ত্রীও I.I.T. (Kharagpur) থেকে পাশ করার পর M.Tech করে এবং বর্তমানে স্বামীর সঙ্গেই London এ চাকুরী এবং বসবাস করেন।

৺সোমেশ্বর মাহাত : তার দুই কন্যা রূপা ও ঝুমা। তারা দুই জনে শিক্ষাবৃত্তিতে আছেন। রূপ মেহেতা পুরুলিয়াতে তার শ্বশুরবাড়ীতে থাকেন। ইনি বাঘমুন্ডি বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীমতী রূপা মেহেতা, তার বিধবা মায়ের প্রচুর খেয়াল ও যত্নে রাখেন। তাঁর মা নডিহার বাড়ীতে থাকেন।

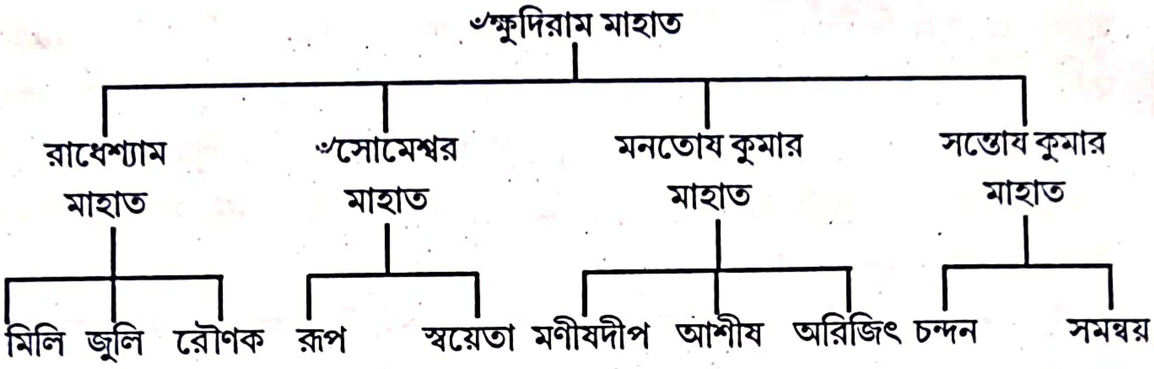
শ্রী মনতোষ কুমার মাহাত : তিন পুত্র। শ্রী মনীষদীপ, শ্রী আশীষ কুমার এবং শ্রী অরিজিৎ কুমার।

শ্রী সন্তোষ কুমার মাহাত : দুই পুত্র। শ্রী চন্দন মাহাত এবং শ্রী সমন্বয় মাহাত।

সংযুক্তি-১:

ক্ষুদিরাম মাহাত-র বংশ পঞ্জিকা

যোধারাম → পরেশনাথ → বিষ্ণু → বৈকুণ্ঠ → ক্ষুদিরাম



* **Sri Manish Deep :** M.B.A. (Agriculture), B.S.C (Agriculture, Ludhiana)
* **Sri Ashis Kumar :** M.B.A. (IIM Cal), B.Tech (I.I.T. ISM), Working as Director of MNC Company.
* **Sri Arijit Kumar :** B.Tech (I.I.T. Kharagpur), M.S. (U.S.A), Working in U.S.A.
* **Sri Chandan Mahata :** M.E. (Environment), BIITS, B.Tech (civil) NIT Trichy. Working in IOCL.
* **Sri Samannay Mahata :** M.B.A. (IIM Bangalore), M.E. University of Barkey, U.S.A., CFA Level I & II, B.Tech (Thapar University).
* **Sri Raunak Mahata :** M.B.A (IIM, Ahmedabad), B.Tech (I.I.T, Kharagpur), Working in London.
* **Mili :** House wife.
* **Julie :** P.hd from U.S.A.
* **Rupa :** B.A. (English), Working as head of teacher.
* **Sweta :** B.A. (Commerce), Working as teacher in Kolkata.

Spouses: Tapasi wife of Manishdeep working in security service organisation.

* **Anuja Prasad:** W/O Ashis Kumar, Working as Director in S Company.
* **Dimpal Lata:** W/O Arijit Kumar. After completing PhD in U.S.A, now working in a company.

* : W/O Raunak, Passed from I.I.T. (Kharagpur), Then M.Tech, Now working in London.

ক্ষুদিরাম মাহাত-র সম্বন্ধে অনেককিছু লেখা বাকি আছে। তথাপি এই ছোট রচনার মাধ্যমে সমস্ত জন সমষ্টিকে জানাতে চেয়েছি তিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তি। বিশ্বজিৎ মাহাত।

তথ্যসূত্র:

১) মনতোষ কুমার মাহাত, মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার।

২) সন্তোষ কুমার মাহাত, ক্ষুদিরাম মাহাত-এর কনিষ্ঠ সন্তান। LLB, HRD Management.

৩) The Aspect of Antiquity and history of Mulnivasi - By Manatosh Kumar Mahata, 2023.

৪) The Early Indian - Tony Joseph.

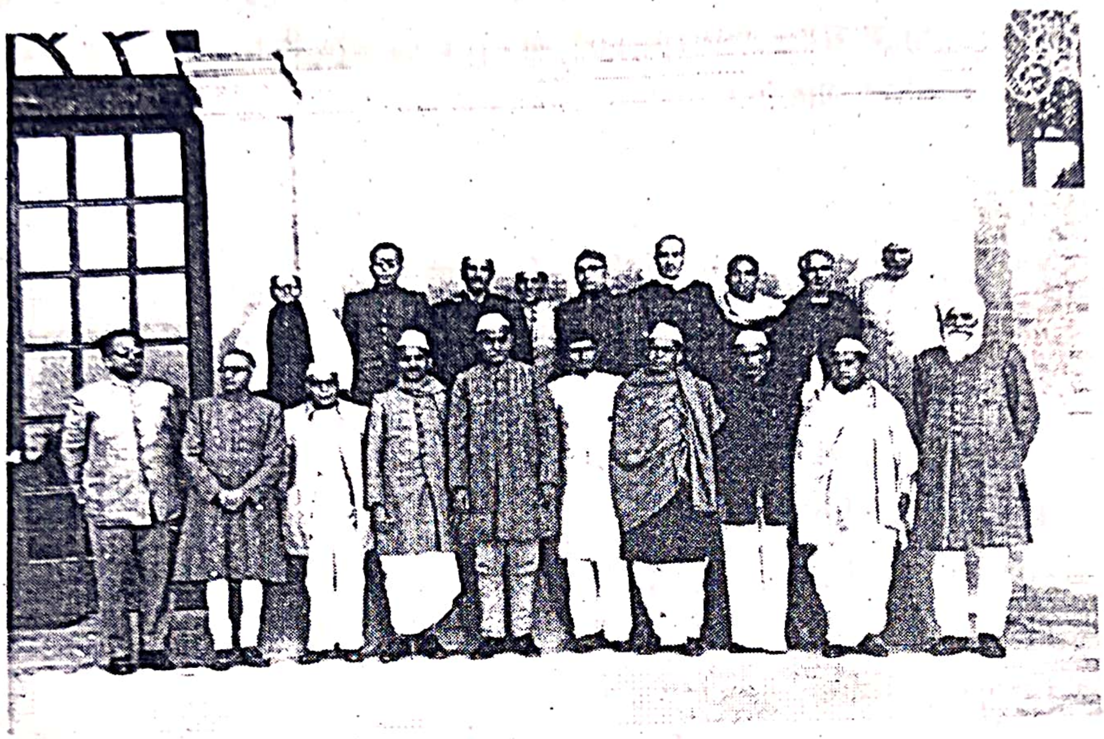
৫) Glossary of Judicial and Revenue terms - by H.H. Wilson, 1885

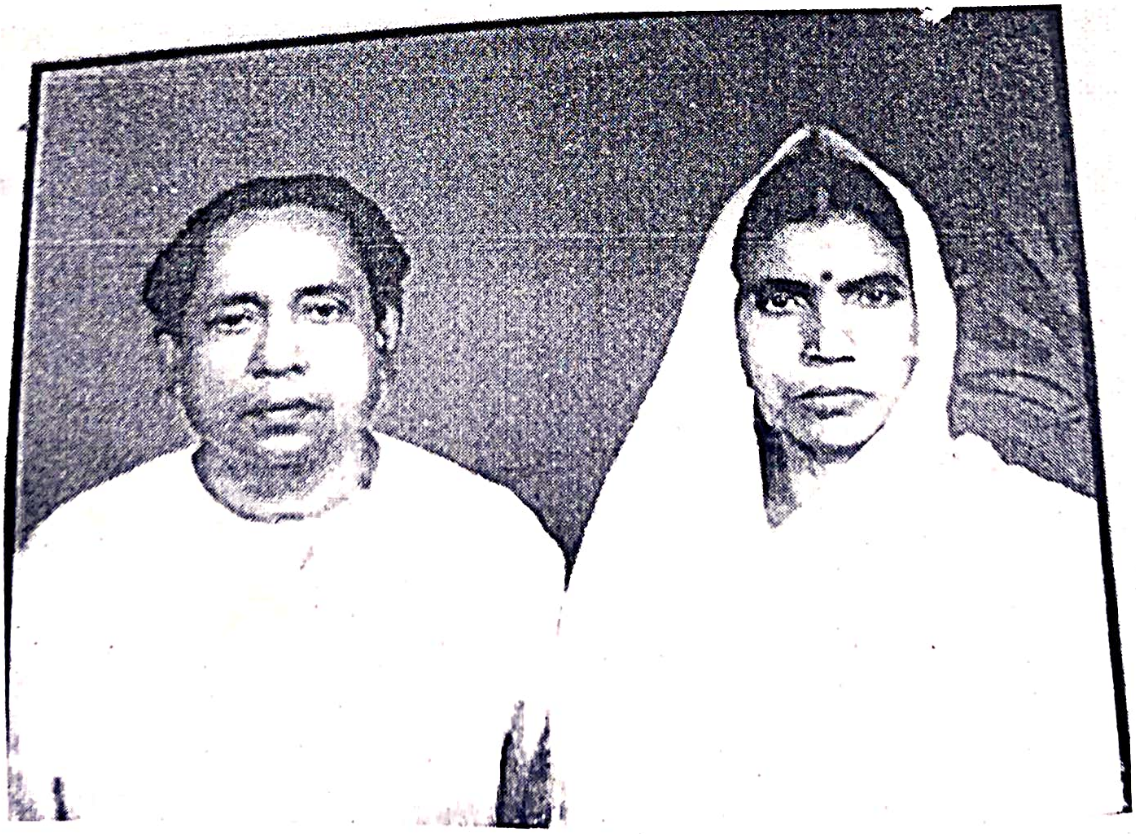
৬) যুগান্তর পত্রিকা, ৩/১/১৯৮৭।

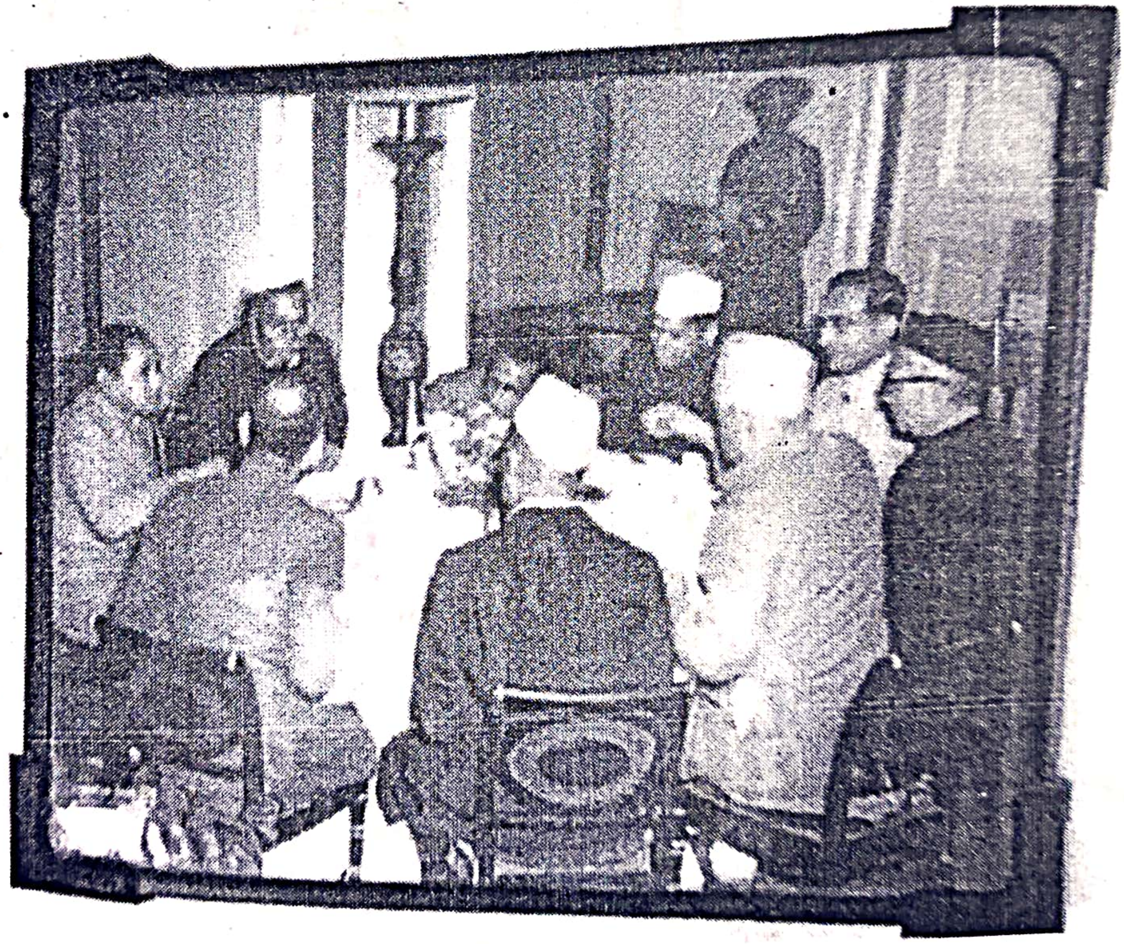
৭) অবিভক্ত পুরুলিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন- জয়ন্তকুমার ভাব।

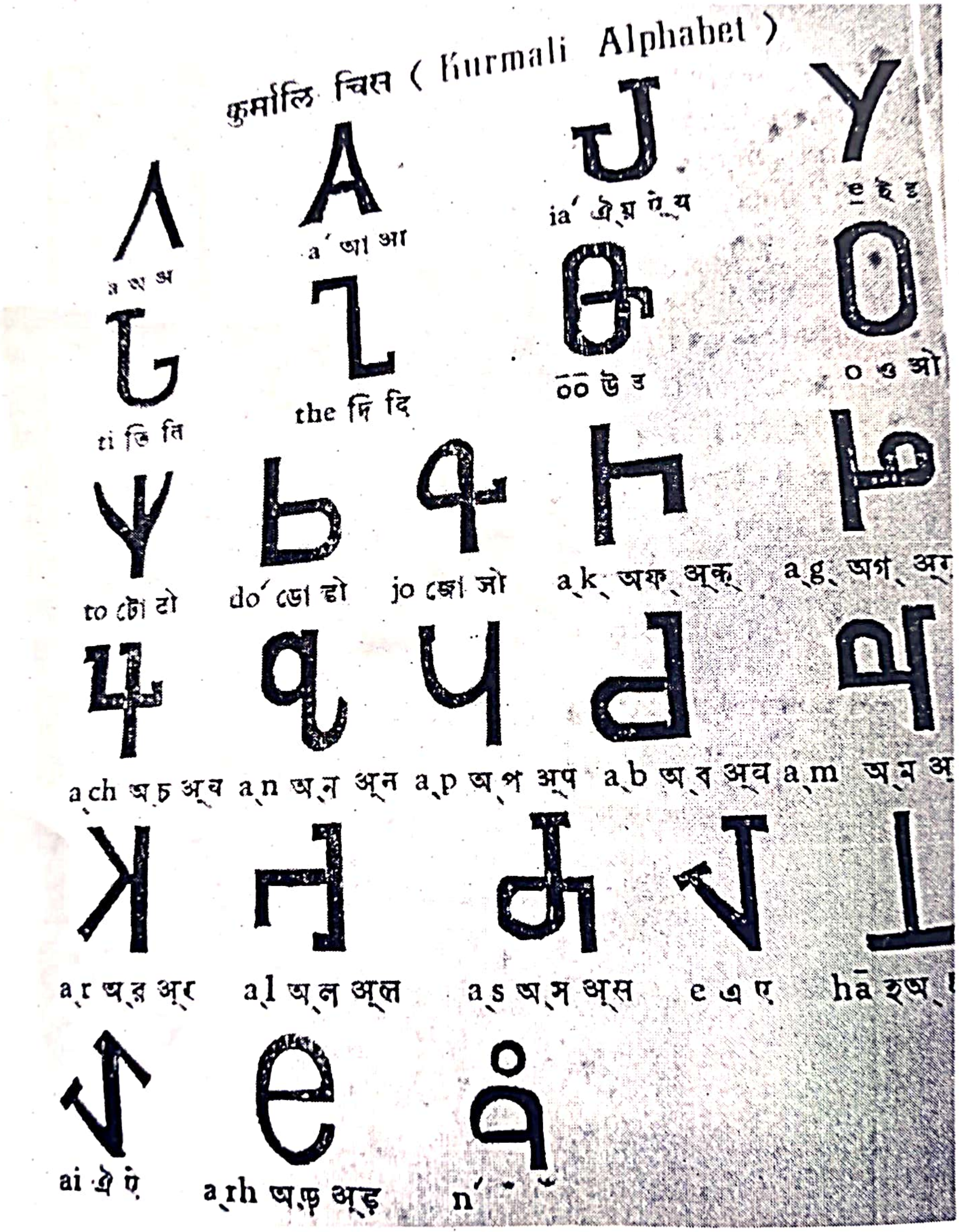
৮) অশোক মাহাত।

৯) জয়প্রকাশ মাহাত, উকিল, হুলকা।









By **Sri Khudiram Mahato**
EX. M.P., Advocate

মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি